১৮

তারিখ JUL. 26 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

যায়যায়দিন

চবিতে ছাত্রলীগকে ঠেকাতে শিবিরের ১০ ক্যাডার গ্রুপ

আল-আমিন দেওয়ান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের তৎপরতা বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্রশিবির। গত রবিবার ঢাকার পল্টনের সমাবেশ থেকে ছাত্রলীগকে বহিষ্কার করার যে ঘোষণা কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবির দিয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রলীগও ক্যাম্পাসে তাদের সাংগঠনিক অধিকার সচল রাখার জন্য সংগঠিত হচ্ছে। ফলে এক মাস বর্ষাকালীন ছুটির পর আগামী ১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় খুলতেই উভয় গ্রুপের মধ্যে বেধে যেতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

ক্যাম্পাসে থাকা অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী শিবিরের এ কর্মকাণ্ডে আতঙ্কিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মেসবাহ উদ্দিন নাঈম বলেন, আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডমিনেন্ট। আমরা চাইলে ছাত্রলীগকে এখান থেকে বিতাড়ন করা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। ছাত্রলীগমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ঘোষণা আপনারা কিভাবে পালন করবেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা আমাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিচ্ছে না। আমরাও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সুযোগ না দেয়ার অধিকার রাখি।

জানা গেছে, এরই মধ্যে শিবির গঠন করেছে ১০টি ক্যাডার গ্রুপ। ছয়টি হলের প্রত্যেকটিতে ১৫ জন করে এবং কলা, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে ২০ জন করে তিনটি গ্রুপ ও অন্যান্য ফ্যাকাল্টি নিয়ে ৩৫ সদস্যের একটি গ্রুপ। মোট ১৮৫ সদস্যের প্রশিক্ষিত ক্যাডার বাহিনীর সমন্বয়ে এসব গ্রুপ রাতের আঁধারে ওয়ার্মআপ কর্মসূচিও শুরু করেছে, যাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে বিএনসিসির সামরিক প্রশিক্ষণ।

সোহরাওয়ার্দী হলের গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সদস্য প্রার্থী শ্রেণীর ক্যাডার মাহবুব ওরফে পৃঃ ১৫ কঃ ৫

চবিতে ছাত্রলীগকে ঠেকাতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কালা মাহবুব ও সাথী শ্রেণীর ক্যাডার এবিএম আফছার উদ্দিন। সঙ্গে রয়েছেন সাথী শ্রেণীর ক্যাডার মোনায়েম বিল্লাহ ওরফে গ্রেনেড বিল্লাহ ও সুইট মামুন। আবদুর রব হলের গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সদস্য শ্রেণীর ক্যাডার এবিএম মহিউদ্দিন যিনি নাইট ডগ হিসেবে পরিচিত। আগে ছাত্র নির্যাতনের দায়ে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে দু'বার সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। প্রথমবার গ্রেডিং আন্দোলনের সময় রসায়ন বিভাগের এক ছাত্রকে রব হলের ছাদে উঠিয়ে রড দিয়ে পেটানোর জন্য হল সেক্রেটারি পোস্ট থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার নতুন ভর্তি হওয়া এক শিক্ষার্থীকে মিথ্যা চুরির অভিযোগে ২২৭ নাম্বার কক্ষে নির্যাতনের দায়ে স্থগিত করা হয় তার সদস্য পদ। আর অন্য হলগুলোর সাংগঠনিক সম্পাদক পর্যায়ের নেতারা গ্রুপগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কলা ফ্যাকাল্টিতে আছেন অনুষদের সভাপতি বোরহান উদ্দিন ফয়সল। সঙ্গে সাথী শ্রেণীর ক্যাডার হোসাইন আহমদ ও শাহাদাত হোসেন। বিজ্ঞান অনুষদের গ্রুপটিতে আছেন সাথী শ্রেণীর ক্যাডার সাইফুল ইসলাম শিমুল, আশিকুর রহমান, মহিউদ্দিন টিপু ও আতিকুর রহমান। এভাবে যাদের আগে সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের নিয়েই গঠন করা হয়েছে এসব কমিটি। ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক আবেদীন আল মামুন ও মিজানুর রহমান বলেন, আমরা তাদের সংগঠিত হওয়ার খবর জেনেছি। অতীতে এমন অনেক ঘোষণাই শিবির দিয়েছে।

আমরা আমাদের মতো সংগঠিত হচ্ছি। আমাদের অধিকার নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকবো। কোনো সংঘর্ষ হলে শিবিরই দায়ী থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর প্রফেসর ড. দিদারুল আলম চৌধুরী বলেন, বিষয়টি আমাদের নলেজে আছে। এ ধরনের পরিস্থিতি ঠেকাতে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবো। অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।